মেহেরপুরে মৃত মোটর শ্রমিকদের পরিবারকে মৃত্যু ভাতা প্রদান

মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের মাঝে মৃত্যু ভাতা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুর পশুহাটে অবস্থিত জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

যুগ্ম সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন সবুজ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা। এ সময় মেহেরপুর জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সকল সদস্য ও শ্রমিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ৭৮ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারের হাতে মৃত্যু ভাতা প্রদান করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আহসান হাবীব সোনা বলেন, সারা বাংলাদেশে মোটর শ্রমিকদের দুর্ভোগ এখন চরমে। দেশে অবৈধ যানবাহনের দৌরাত্ম্য বেড়েছে, কিন্তু আইন প্রয়োগে তেমন পদক্ষেপ নেই। সরকার যেই আসুক না কেন, মোটর শ্রমিকদের দিকে সেভাবে কেউ নজর দেয় না। তিনি আরও বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলা হয়, কিন্তু আমরা পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই আমরা কোন চাঁদাবাজি করি না। আমরা শ্রমিক, পরিশ্রম করে জীবন-জীবিকা চালাই। সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, মোটর শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত শ্রমিকদের মধ্যে একাত্মতা ও সংহতির বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।

নিহত দুই পরিবারের খোঁজ নিলেন

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি বাবু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামে নিহত ২ পরিবারের সার্বিক খোঁজখবর নিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও বিজিএমই এর সভাপতি মাহমুদুল হাসান খান বাবু।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামের নিহত মিলটা ও হামজার বাড়িতে যেয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তাদের সার্বিক খোঁজখবর নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পিটু, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক জিল্লুর রহমানসহ স্থানীয় বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলের নেতাকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ যে, গত ২০ সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে গরুর জন্য মাঠে ঘাস কাটতে যায় দুই ভাই মিন্টা ও হামজা। এসময় প্রতিপক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে দুই ভায়ের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে দুই ভাই গুরুতর আহত হয়। স্থানীয় লোকজন তাদের কে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে পৌছানোর পূর্বে হামজা আলীর মৃত্যু হয় ও আধাঘন্টা চিকিৎসাধীন থেকে মিন্টা মিয়ার মৃত্যু হয়।

গাংনীতে উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী পরিবারের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীতে বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ২০% বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতার দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে আজ শনিবার সকাল সাড়ে

১০টায় গাংনী প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এবং কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সায়েম পল্টু ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন তেরাইল ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম, হাড়াভাঙ্গা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মকলেচুর রহমান, কলেজ শিক্ষক সমিতির সদস্য আমিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক আল হেলাল, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জামাল হোসেন, কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামাল হোসেন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসানুজ্জামান, গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিলরুবা খাতুন, ডিজেএমসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলামসহ গাংনী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন করমদি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক কামাল হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের উপজেলা সভাপতি অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন বলেন, আমরা শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে থাকতে চাই। আগের শিক্ষা উপদেষ্টার সুপারিশকৃত ২০% বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা সবাই কোনো না কোনো শিক্ষকের ছাত্র, অথচ শিক্ষকদের ন্যায্য দাবির ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন না। বরং শিক্ষকরা যাতে কোনো সুবিধা না পায়, সেজন্য নানা বাধা সৃষ্টি করা হয় যা শিক্ষক সমাজের জন্য লজ্জাজনক।

তিনি আরও বলেন, অনতিবিলম্বে শিক্ষক সমাজের দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ন্যায্য দাবির প্রজ্ঞাপন জারি করার আহ্বান জানাচ্ছি। দাবিগুলো না মানা হলে আগামীকাল ঢাকায় বৃহত্তর সমাবেশের মাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

তিনি শেষে ৫০০ টাকার বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে শিক্ষকদের দাবিকৃত ২০% বাড়িভাড়া ও ১,৫০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা প্রদানের প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানান।

ঝিনাইদহে মৃত ক্রেতার পরিবারকে ওয়ালটন প্লাজার আর্থিক সহায়তা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নেবুতলা গ্রামের গৃহিণী বেদানা খাতুন ওয়ালটন প্লাজা থেকে কিস্তিতে একটি ফ্রিজ কিনেছিলেন। দুই কিস্তি পরিশোধের পর অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এ প্রেক্ষিতে অসহায় পরিবারটির পাশে দাঁড়িয়েছে ওয়ালটন প্লাজা কর্তৃপক্ষ।

ওয়ালটনের ‘কিস্তি ক্রেতা ও পরিবার সুরক্ষা নীতি’ এর আওতায় বাকি সব কিস্তি মওকুফ করে দেওয়া হয়েছে এবং পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে শহরের অগ্নিবীনা সড়কের ওয়ালটন প্লাজায় বেদানা খাতুনের স্বামী হায়দার আলীর হাতে নগদ ৫০ হাজার টাকা তুলে দেন ওয়ালটনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটনের মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান ফয়সাল ওয়াহিদ, কো-অর্ডিনেটর গোলাম মোস্তফা, চিফ ডিভিশনাল অফিসার ওয়াহিদুল ইসলাম, ক্রেডিট ম্যানেজার আবু সালেহ এবং ম্যানেজার এস. এম. সাদিক-ই-নূর।

ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজার সাদিক-ই-নূর বলেন, ক্রেতা মারা গেলে কিস্তি মওকুফসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান ওয়ালটনের একটি যুগান্তকারী

পদক্ষেপ। বিশ্বের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ওয়ালটনই এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে। কিস্তিতে পণ্য কেনার পর ক্রেতা মারা গেলে তার পরিবারের কোনো দায়ভার থাকে না। ক্রেতাদের সর্বোচ্চ সেবা দিতে আমরা সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মুজিবনগরে পানি বন্দি ১০টি পরিবারের মানবেতর জীবনযাপন

পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় পচা ও তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত বদ্ধ পানি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মশা উৎপাদনের উৎসস্থল, বিষধর সাপের উৎপাতসহ নানা সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে মানবেতর জীবনযাপন করছে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের ফরিদপুর পাড়ার পানিবন্দি ১০টি পরিবার। এদের যেন দেখার কেউ নেই, খোঁজ নেওয়ারও কেউ নেই।

চেয়ারম্যান-মেম্বারকে জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সরাসরি গিয়ে দেখা যায় চলাচলের রাস্তায় পচা দুর্গন্ধময় হাঁটুপানি। সেই পানিতে পরিবারের সদস্যরা ও শিশুরা চলাফেরা করছে।

পানিবন্দি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আনন্দবাস গ্রামের মৃত শ্রী অনন্ত মণ্ডলের ছেলে ডোবার মণ্ডল ও খোকা মণ্ডল তাদের বাড়ির পাশের ডোবাটি ভরাট না করে রেখেছেন। তারা উঁচু জায়গায় বসবাস করলেও পানি নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা করেননি। এর ফলে প্রতি বছর বর্ষাকালে অপর পাশের প্রায় ১০টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়ে। পানিতে গরু-ছাগলের মলমূত্র মিশে পচে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ায়। এই পানিতে মশা-মাছি ও বিভিন্ন প্রজাতির সাপের বাস।

স্থানীয়রা জানান, পানির দুর্গন্ধে খাওয়া-দাওয়া করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। বাচ্চারা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঘরের ভেতরেও পানি ঢুকে পড়ে। রাতে ভয়ে ঘুমানো যায় না। বাচ্চাদের নিয়ে সর্বদা আতঙ্কে থাকতে হয় যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

হাঁটুপানিতে বসবাস করছেন স্বামী পরিত্যক্ত শহিদা খাতুন, মৃত সবুর

আলীর মেয়ে। ডোবার পাশেই তার ছোট্ট একটি নড়বড়ে টিনের ঘর। আত্মীয়-স্বজন না থাকায় তিনি একাই সেখানে থাকেন। সরেজমিনে দেখা যায়, তার ঘরের ভেতরেও পানি জমে আছে। পানির ওপর একটি চৌকির ওপর তিনি কষ্টের জীবনযাপন করছেন। রান্না করা বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর কোনো জায়গা তার নেই।

তিনি জানান, খুব কষ্টে পোকামাকড়ের মধ্যে থাকি। মেম্বার-চেয়ারম্যানকে বলেছি, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কেউ। আমি প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি দ্রুত যেন এই কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

পানিবন্দি আরেক পরিবারের গৃহবধূ নুরজাহান খাতুন, স্বামী মোজাফফর আলী, বলেন, আমরা খুব কষ্টে আছি। বাড়ির ভেতরেও পানি, পেছনেও পানি। ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাচ্চারা ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ে। দুর্গন্ধে খাওয়া-দাওয়া করা যায় না। আমার ছয় মাসের একটি শিশু আছে ভয় হয়, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করুক, যাতে আমাদের স্বাভাবিকভাবে বসবাস সম্ভব হয়।

প্রতিবেশী শহিদুল ইসলাম বলেন, ওদের কষ্ট চোখে দেখা যায় না। ছোট বাচ্চারা কোমরসমান পানিতে হেঁটে স্কুলে যায়। বাড়ির মহিলারা হাঁটুপানিতে চলাচল করে। পানিতে তীব্র দুর্গন্ধ, মশার উপদ্রব, মাঝে মাঝে বিষধর সাপও দেখা যায়। আমার অনুরোধ, প্রশাসন যেন দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিয়ে তাদের একটি সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সুযোগ করে দেয়।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) পলাশ মণ্ডল বলেন, সাংবাদিকদের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরেছি। আমি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের গ্রাম পুলিশকে সেখানে পাঠাচ্ছি পরিবারের খোঁজখবর নিতে। পরে ইঞ্জিনিয়ারসহ রাস্তাটি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শৈলকুপায় ধর্ষণ মামলা সাজিয়ে ঘরবাড়ি ভাংচুর ও পরিবারকে গ্রামছাড়া

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার দেবতলা গ্রামে অন্যায় ভাবে ধর্ষণ মামলা সাজিয়ে রিপন কাজী নামে এক যুবককে ফাঁসিয়ে তার ঘরবাড়ি ভাংচুর ও পরিবারসহ গ্রাম ছাড়া করার অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগ করেন ওই গ্রামের রবিউল কাজীর বিরুদ্ধে।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ২৮ জুন দেবতলা গ্রামের রবিউল কাজীর বড় মেয়ে প্রেমের সম্পর্কের সুবাদে এবই উপজেলার বগুড়ার শিহাব নামে এক ছেলেকে নিজ বাড়ি দেবতলা গ্রামে নিয়ে আসে। তারা বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক গড়ে তুলে স্বামী স্ত্রীর মতো বসবাস করতে থাকেন।

বিষয়টি গ্রামে জানাজানি হয়ে পড়লে স্থানীয় মসজিদের ইমাম নুরুল ইসলামসহ গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তিরা রবিউল কাজীর বাড়িতে গিয়ে যুবক শিহাব সম্পর্কে জানতে চান। শিহাব প্রথমে নিজেকে সেনাবাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দেন। এ সময় স্থানীয়রা পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে তিনি মার্কেটিংয়ে কাজ করেন বলে জানায়।

শিহাব মিথ্যা তথ্য দেওয়ায় গ্রামের লোকজন ক্ষুদ্ধ হয়ে দু’জনকে বিয়ে পড়ানোর সিদ্ধন্ত নিলে ছেলেটি বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ সময় রিপন কাজী শিহাবকে থাপ্পড় মারেন।

রবিউল কাজীর মেয়ের প্রেমিকাকে থাপ্পড় মারার কারণে ওই পরিবারটি রিপন কাজীর উপর ক্ষুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকী দেয়। পুর্ব শত্রুতার জের ধরে ২০২৫ সালের ৩ মার্চ রবিউল কাজীর ১১ বছর আরেক মেয়েকে দিয়ে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমুলক ভাবে ধর্ষণ কান্ড সাজিয়ে আমাকে জড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে উত্তাল হয়ে পড়ে দেবতলা গ্রাম। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। এ ঘটনায় রবিউল তার সামাজিক দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করে রিপন কাজীর বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাট করে।

এ ঘটনার পর থেকে রিপন কাজী, তার স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান ঘরবাড়ি ছাড়া হয়েছেন। মিথ্যা ধর্ষণ মামলায় এই পরিবারটি পথে বসেছেন। তারা বাড়ি ফিরতে পারছেন না। মিথ্যা ধর্ষণ মামলার বাদী রবিউল ও তার ভাতিজা শিমুল কাজী প্রতিনিয়ত হত্যার হুমকী দিচ্ছেন বলেও সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রিপন কাজী জানান, ইতিমধ্যে পুলিশী তদন্তে মামলাটি মিথ্যা বলে প্রমানিত হয়েছে। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা অমিত কুমার ঘোষ ২৫ জুলাই আদালতে চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করেছেন। রিপোর্টে বলা হয় মামলাটি মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে। এছাড়া ডাক্তারী পরীক্ষায় ধর্ষণের কোন আলামত মেলেনি বলে পরীক্ষাকারী চিকিৎসক ডাঃ সুলতানা মেফতাহুল জান্নাত গত ১৫ মার্চ তারিখে আদালতে পাঠানো এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

একমাত্র শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পরিবারের হাতেই বাংলাদেশ নিরাপদ -মাসুদ অরুণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুণের গণসংযোগ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল সাড়ে ৫ টায় বারাদী বাজারের ১ নং জেলা পরিষদ মার্কেট প্রাঙ্গণে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বারাদী ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন ও জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর থানা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, পিরোজপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর থানা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি শামসুল আলম, জেলা তাঁতী দলের সভাপতি আরজুল্লাহ রহমান বাবলু মাস্টার।

মাসুদ অরুণ তার বক্তব্যে বলেন, একমাত্র শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর পরিবারের হাতেই বাংলাদেশ নিরাপদ। হাসিনা ভারতের কাছে

দেশ বিক্রি করতে চেয়েছিল, এখন শুনি অনেকেই গোপনে ভারতের সাথে যোগাযোগ করছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এর পরিবারের কাছেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব নিরাপদ। আমরা বিশ্বাস করি বেগম খালেদা জিয়ার কাছেই এ দেশ নিরাপদ। বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা ৩১ দফা কর্মসূচি দিয়েছি। এখানে কৃষকের কথা আছে, মেহনতী মানুষের কথা আছে, আমার মা বোনের কথা আছে, আমার ছাত্র-যুবকের কথা আছে, আমরা সেই ৩১ দফার ভিত্তিতে বৈষম্যহীন সমাজ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চাই।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির। এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম রাজন, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক লুলু, থানা কৃষক দলের সহ-সভাপতি বাদলসহ জেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী বৃন্দ।

কোটচাঁদপুরে সাবেক চেয়ারম্যানসহ পরিবারের ৬ সদস্যের জেল-জরিমানা

ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক এমপি শফিকুল আযম চঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও আওয়ামী লীগের দোসর কোটচাঁদপুর বলুহর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজুসহ তার পরিবারের ৬ সদস্যকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা করেছেন আদালত।

নজরুল ইসলাম নজু কোটচাঁদপুর থানার হাড়ভাঙা বিদ্যাধরপুর গ্রামের মৃত লালচাঁদ মিয়ার ছেলে। আদালত সূত্রে জানা যায়, গতকাল বুধবার ঝিনাইদহ জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালতের বিচারক আবজাল হোসেন এ রায় প্রদান করেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, নজরুল ইসলাম নজুর নির্দেশে আসামিরা ২০২৪ সালের ২৬ মার্চ একই গ্রামের বাবলু রহমানের স্ত্রী তাসলিমা খাতুনকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানা মামলা

নিতে অস্বীকৃতি জানালে ভুক্তভোগী আদালতের দ্বারস্থ হন। দীর্ঘ বিচারিক কার্যক্রম শেষে বিচারক নজরুল ইসলাম নজুসহ তার পরিবারের ৬ সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা ১ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দেন।

বাদী বাবলু রহমান জানান, “এক সময়ের সন্ত্রাসী ও নানা অপকর্মের হোতা নজুর দাপটে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। তার ভয়ে কেউ কথা বলতে পারত না। নানা হুমকি-ধামকির মধ্যেও আমি মামলা চালিয়ে গেছি। তবে এই রায়ে আমি সন্তুষ্ট নই, উকিলের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেব।”

বাদীপক্ষের আইনজীবী এডভোকেট আশরাফুল আলম মালিতা বলেন, “আসামিরা একই পরিবারের সদস্য হওয়ায় বিশেষ বিবেচনায় আদালত শাস্তি কম দিয়েছেন। তবে এ রায়ে প্রমাণিত হলো অপরাধীরা যতই প্রভাবশালী হোক, আইনের ঊর্ধ্বে নয়।”

অন্যান্য আসামিরা হলেন ইয়ারুল ইসলাম, তাসলিমা খাতুন, সাদ্দাম হোসেন, কল্পনা খাতুন ও পাখি খাতুন।

দর্শনায় চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার যুবক ফিরলো পরিবারের কাছে

দর্শনায় মোটরসাইকেল চোর সন্দেহে গণপিটুনির শিকার সেই যুবক ইয়ামিনকে মানবিক উদ্যোগে তার বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিল দর্শনা থানা পুলিশ।

সোমবার দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ইয়ামিনকে তার মা-বাবার হাতে তুলে দেন।

ইয়ামিনের বাবা জিলু মিয়া ও মা সাহেদা খাতুন জানান, পাঁচ বছর আগে বিদ্যুৎ মিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইয়ামিনের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এরপর থেকে সে প্রায়ই বাড়ি থেকে চলে যেত

এবং ফিরে আসতে পারত না। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর থানার চান্দুরা ইউনিয়নের ইব্রাহিমপুর গ্রামের বাসিন্দা। এর আগে ৪-৫ বার নিখোঁজ হলেও পরিবার তাকে খুঁজে ফিরিয়ে এনেছে। এবারও ২২ দিন আগে নিখোঁজ হওয়ার পর গত রবিবার দর্শনা রেলগেট এলাকায় একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে নাড়াচাড়া করার সময় স্থানীয়রা তাকে চোর সন্দেহে গণপিটুনি দেয়।

খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ইয়ামিনকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে সে ভিন্ন ভিন্ন নাম ঠিকানা বলায় পুলিশ বুঝতে পারে, সে মানসিক ভারসাম্যহীন। পরে তার হাতের বাঁধন খুলে থানায় রাখে এবং খাবার দেয়।

মানবিক উদ্যোগে ওসি মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীর বিভিন্ন কৌশলে ইয়ামিনের কাছ থেকে অস্পষ্ট নাম–ঠিকানা জেনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এভাবে ইয়ামিনের বাবা-মায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। পরে তারা চট্টগ্রাম থেকে মামুন পরিবহনে করে সোমবার দুপুরে দর্শনায় পৌঁছান। মামুন পরিবহনের কাউন্টার মাস্টার আব্দুল আলিম তাদের থানায় নিয়ে আসেন।

ওসি শহীদ তিতুমীর ইয়ামিন ও তার বাবা-মাকে দুপুরের খাবার খাওয়ান এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ইয়ামিনকে বাবা-মায়ের হাতে তুলে দেন। পরে মামুন পরিবহনের মালিকের সঙ্গে কথা বলে তাদের বিনা ভাড়ায় চট্টগ্রামে পৌঁছানোর ব্যবস্থাও করেন।

উল্লেখ্য, পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে মাসুদ রানা তার টিভিএস মোটরসাইকেল (নং: চুয়াডাঙ্গা হ-১৫-৩৭০৩) চুরির চেষ্টা করার অভিযোগে ইয়ামিনকে থানায় সোপর্দ করেন। তখন ইয়ামিন নিজের পরিচয় বারবার বদলাচ্ছিল কখনো বলছিল ইয়ামিন মিয়া, পিতার নাম জিলু বা ঝিরু মিয়া, ঠিকানা কখনো চান্দুরা, কখনো ঢাকা গাজীপুর, আবার কখনো শেরপুর।

চুয়াডাঙ্গা জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কাছে হেফাজতের প্রস্তাব দিয়েও সাড়া না পেয়ে ওসি শহীদ তিতুমীর নিজেই খোঁজ নিয়ে ইয়ামিনকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেন। পুলিশের এ মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য স্থানীয় জনগণ ও সাংবাদিকরা ওসি মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের প্রশংসা করেছেন।

মেহেরপুরে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে মৌসুমি জ্বর ’ আক্রান্ত হচ্ছেন পরিবারের সবাই

মেহেরপুরে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে মৌসুমী জ্বরের প্রকোপ। আক্রান্তদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধই বেশি। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স্র রোগীর ভীড়ে হিমশীম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা। হাসপাতালগুলোতে দেখা দিয়েছে ওষধ সংকট।

মেহেরপুরে ঘর ঘর এখন মৌসুমি জ্বরের প্রকোপ। জ্বরের প্রভাবে বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক, শ্বাসকষ্টজনিত রোগী এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের বেশি ভোগান্তিতে পড়ছেন। মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালসহ গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দেখা গেছে, রোগীর ভীড়। অনেকেই শয্যাই জায়গা না পেয়ে বাধ্য হয়ে মেঝেতে শুয়েই চিকিৎসা নিচ্ছেন। রোগীরা জানান, জ্বরের সঙ্গে শরীরে প্রচন্ড ব্যথাসহ নানা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। এক সপ্তাহ থেকে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত ভুগতে হচ্ছে। জ্বর ভালো হওয়ার পরও শারীরিক ক্লান্তি থাকছে দীর্ঘদিন। যার ছাপ পড়ছে দৈনন্দিন কাজে। ঠিকমতো খেতে পারছে না অনেকেই। চিকিৎসকরা বলছেন, সাত থেকে ১০ দিনের চিকিৎসায় জ্বর থেকে রেহায় পেলেও শারীরীক দুর্বলতা কাটতে অন্তত একমাস সময় লাগবে।

হাসপাতাল সূত্র বলছে গত এক সপ্তাহে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভর্তি হয়েছেন প্রায় তিন হাজার রোগী। এদের মধ্যে অধিকাংশই জ্বরে আক্রান্ত শিশু ও বয়স্ক। জ্বরের রোগী হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় হাসপাতালগুলোতে দেখা দিয়েছে ওষধ সংকট।

আক্রান্ত রোগীরা জানান, প্রথমে মাথা ও শরীর ব্যাথা হচ্ছে তার পর কাপুনি দিয়ে প্রচন্ড জ্বর সাথে কাশি। পরিবারের একজন আক্রান্ত হলে সেই পরিবারের সকলেই আক্রান্ত হচ্ছে। অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন

এবং মুমুর্ষ হয়ে পড়ছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পণা কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল আল আজিজ বলেন, জুলাইয়ের শুরু থেকে এই জ¦রের প্রকোপ বেড়েছে। এটি আমরা ইনফ্লুয়েন্জা বলে মনে করছি। তবে অন্তত সাত থেকে ১০ দিন চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। তবে জ¦র অনুভুব হলে দ্রত হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।